বঙ্গের এবং বিহার ও উড়িষ্যার ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত

সিটি বুক্ সোসাইটি

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৩৯

দ্বাদশ সংস্করণ]

[মূল্য চারি আনা

শিম্পাঞ্জি

এঁরা বনমানুষের জাত,
পায়ের চেয়ে খানিক আরো
লম্বা এঁদের হাত ;
এঁরা বনমানুষের জাত।

থাকেন কাফ্রিভায়ার দেশ,
মনের সুখে ঘরকন্না
করেন এঁরা বেশ ;
থাকেন কাফ্রিভায়ার দেশ।

দেখ্‌তে মানুষেরই মত,
কেবল চোয়াল দুটা উঁচু,
নাক্‌টা বেজায় নত ;
দেখ্‌তে মানুষেরই মত।

ঘটে বুদ্ধিও বেশ আছে,
রোদ্‌-বৃষ্টির ভয়ে এঁরা
কুঁড়ে বাঁধেন গাছে ;
ঘটে বুদ্ধিও বেশ আছে !

শিম্পাঞ্জি

শিম্পাঞ্জি আফ্রিকাবাসী। মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে ইহাদের বাস। পুরুষ শিম্পাঞ্জি সচরাচর সওয়া তিন হাত উঁচু হইয়া থাকে; স্ত্রীজাতি আকারে কিছু ছোট। ইহাদের হাত, পা, মাথা, পিঠ ও গলায় বড় বড় ঘন লোম জন্মে। দেহের রং কাল, মাঝে মাঝে অল্প নীলের আভা; মুখের রং মেটে। শিম্পাঞ্জির স্বভাব মন্দ নহে; কিন্তু যদি কেহ অনিষ্ট করে, তবে তাহার আর রক্ষা নাই। তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা তাহাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে। শিম্পাঞ্জি বেশ পোষ মানে এবং মানুষের চাল-চলনের সুন্দর নকল করিতে পারে। বনমানুষদের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্।

সিংহ

লম্বা কেশর ফুলিয়ে তোলা,
গম্ভীর মেজাজ্ ;
রাজার মত চেহারা, তাই
নামটি পশুরাজ।

হয় ত ফিরেন একা একা
কিম্বা দলে দলে ;
বলে যা না কুলিয়ে ওঠে,
সাধেন তাহা ছলে !

হুঙ্কারেতে বাজীমাৎ—
চৌদিক্ গম্-গম্ ;
কার্য্যকালে সাহস কিন্তু
অনেকখানি কম।

তেমন তেমন দুরন্ত বাঘ
দাঁড়ায় যদি ফিরে ;
লেজ্ গুটিয়ে অম্নি রাজা
পিছু হটেন ধীরে !

সিংহ
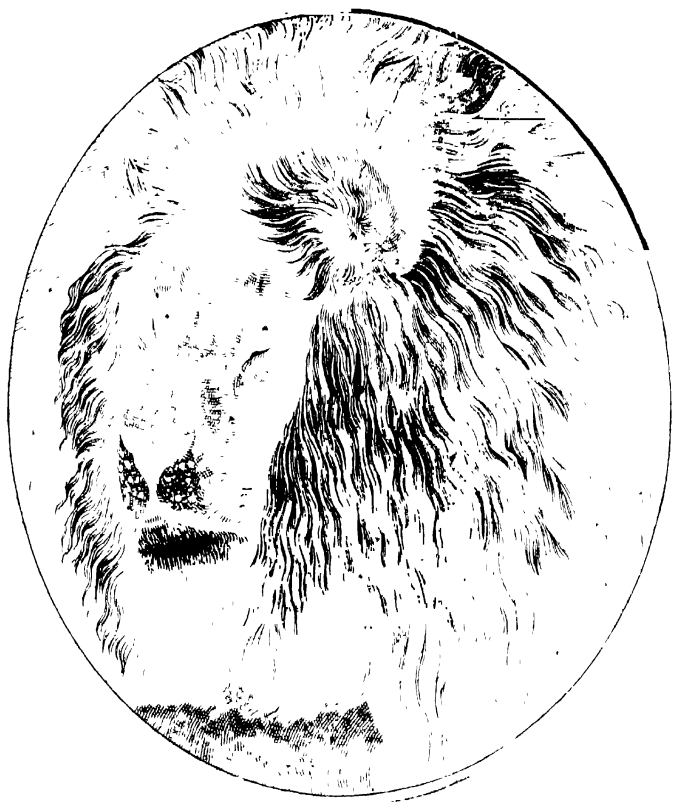
আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বত্র এবং এসিয়ার পারস্য ও আরব দেশে সিংহ বাস করে। পূর্ব্বে আমাদের এই ভারতবর্ষও সিংহের বাসভূমি ছিল। কিন্তু এখন কেবল রাজপুতানায়—কাটিওয়ারের জঙ্গলে মাঝে মাঝে সিংহ দেখা যায়। সিংহের চেহারা খুব জমকাল। ইহারা লেজ শুদ্ধ লম্বে প্রায় সাড়ে ছয় হাত; উচ্চেও আড়াই হাতের কম নহে। সিংহ রাগিয়া উঠিলে কেশর ফুলায়, তখন ইহাকে অতি ভয়ঙ্কর দেখায়। সিংহী আকারে কিছু ছোট। সিংহের ছানার গায়ে বাঘের ন্যায় ডোরা থাকে; বয়স বৃদ্ধির সহিত ক্রমে তাহা মিলাইয়া যায়।

বাঘ

লম্বাটে ছাঁদ, মস্ত মাথা,

গঠন পরিপাটি,

কাল কাল ডোরায় ভরা

হলুদ বরণ গা-টি।

থাবায় শোভে ধারাল নখ,

দাঁতে ক্ষুরের ধার ;

চলন-ফেরন একেবারে

বাদ্‌শাহী কায়দার !

এই দেশেতে নানা স্থানে

করেন এঁরা বাস ;

গরু, ভেড়া টাট্‌কা-পচা—

সবই করেন গ্রাস।

চক্ষু দিয়ে আগুন ছোটে,

নাই ক ভয়ের লেশ্‌ ;

যার উপরে নজর পড়ে

দফাটি তার শেস।
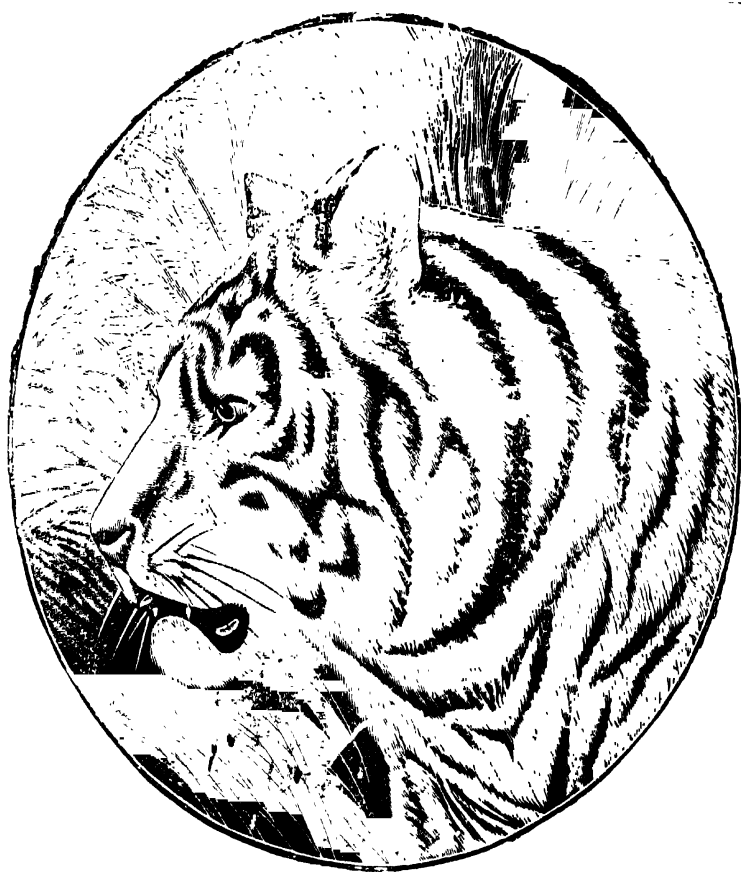
বাঘ

দেখিতে সিংহের মত জমকাল না হইলেও বাঘের চেহারা বেশী সুন্দর। ডোরাদার বড় বাঘ কেবল এসিয়াতেই বাস করে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরবন, আসাম, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশের জঙ্গল এবং ব্রহ্মদেশ ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। বাঘ উচ্চে সিংহ অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু লম্বে অনেক বড়। সিংহ নামেই পশুরাজ; সাহস অথবা বিক্রমে সিংহের তেমন সুখ্যাতি শুনা যায় না,—এই দুই বিষয়ে বরং বাঘই শ্রেষ্ঠ। শত্রু যতই বলশালী হউক না কেন, বাঘ তবু 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া দাঁড়াইতে পারে।

বাঘের মাসী

বিল্লিরাণী, নেহাৎ তুমি
কেও-কেটা নও ;
কোন্ বংশে জন্ম, সেটা
ভুলে কেন রও !

দিক্ টল্‌মল্ যাহার দাপে,
হুঙ্কারে যার বিশ্ব কাঁপে,
যমের দোসর সেই যে বাঘা
তাহার মাসী হও !
বিল্লিরাণী, নেহাৎ তুমি
কেও-কেটা নও।

আহা, কি রূপ মরি মরি,
ঠিক যেন গো বাঘেশ্বরী !
গড়ন-পেটন ধরণ-ধারণ
কিছুতে কম নও ;
বিল্লিরাণী, তুমি যে গো
বাঘের মাসী হও !
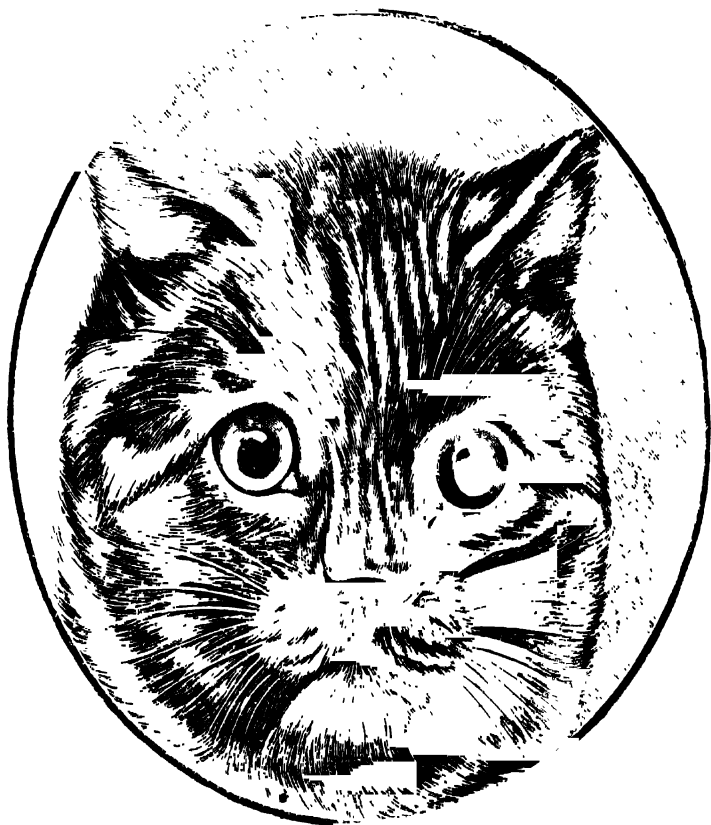
বিড়াল

ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই বনবিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আমাদের গৃহ-পালিত বিড়ালেরই জাত-ভাই। কিন্তু সর্ব্বদা বনে জঙ্গলে থাকে বলিয়া ইহাদের স্বভাবটা বুনো রকমের। বিড়ালী ছোট ছোট বাচ্ছাগুলিকে এমন আদর ও যত্নে পালন করে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অতি শিশুকাল হইতেই ইহাদের শিকার-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে। বনবিড়াল কিছুতেই পোষ মানে না, কিন্তু তেমন আদর-যত্ন পাইলে গৃহ-পালিত বিড়াল প্রায় কুকুরেরই মত পালকের বাধ্য হয়। কাবুলী ও এঙ্গোরা বিড়াল দেখিতে অতি সুন্দর।

কুত্তা

কুত্তা আমার মাণিক !
আদর পেলে, লেজ্‌টি তুলে
ছুটে বেড়ায় খানিক,
আর, নাচে থিনিক্ থিনিক্ !

কুত্তা আমার সোণা !
খাবার সময় হ'লে কাছে
অম্‌নি আনাগোনা ;
ধ'রে রাখ্‌বে কোন্ জনা ?

কুত্তা আমার ধন !
একটু কিছু খেতে পেলে
বেজায় খুসি মন ;
সুখে মাটিতে শয়ন !

কুত্তা আমার বীর !
এক কামড়ে ফেলে ছিঁড়ে
চোর-ডাকাতের শির ;
তারা ভয়েতে অস্থির !

কুকুর

কুকুর নানা রকমের হইয়া থাকে। কোন কোনটি আকারে বিড়াল অপেক্ষাও ছোট, আবার কোন কোনটি প্রায় বাঘের মত বড়। গায়ের লোম কাহারো ছোট ও কর্কশ, কাহারো ঝাঁকড়া ও কোমল। ইহাদের কোন কোন শ্রেণীর ঘ্রাণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ, আবার কোন কোনটা বা শুধু দৃষ্টিশক্তির জন্যই প্রসিদ্ধ। কুকুরের মত এমন বিশ্বাসী প্রভুভক্ত প্রাণী আর নাই। চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে ইহারাই মানুষের সহবাস বেশী ভালবাসে। প্রয়োজন হইলে কুকুর নিজের প্রাণ দিয়াও প্রভুর উপকার করিয়া থাকে।

বুল্-ডগ্

অতি কদাকার,
গুণ্ডার সর্দ্দার,
ত্রিভুবনে মণ্ডা হেন
খুঁজে পাওয়া ভার !

ধিক্—শত ধিক্ !
বেহদ্দ বেল্লিক্,
গরম গরম রক্ত খেতে
জিহ্বাটি লিক্ লিক্ !

তেজে ওঠে কেঁপে,
আছেই যেন ক্ষেপে,
সাম্‌নে কেহ প'ড়্‌লে, দাঁতে
ধরে টুঁটি চেপে !

নাই বাচ্‌বিচার—
অন্ন মারে যার,
রাগের মুখে প'ড়্‌লে তা'রো
নাহিক নিস্তার !

বুল্‌-ডগ্‌

এই যে কুকুর দেখিতেছ, ইহার নাম 'বুল্‌-ডগ্‌'। বুল্‌-ডগ্‌ দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত— মাথা চওড়া, মুখ ভোঁতা, নাক বোঁচা এবং নীচের চোয়াল বড়। দেহের বাঁধুনী বেশ দৃঢ়। ইহাদের মেজাজ্‌ বড়ই রুক্ষ এবং সাহস খুব বেশী। বাঘ সিংহকেও আক্রমণ করিতে ইহারা ভয় পায় না এবং একবার কামড় বসাইতে পারিলে, প্রাণান্তেও ছাড়ে না। সাধারণতঃ বুল্‌-ডগ্‌ পালকের বাধ্য হইয়া চলে। কিন্তু ইহাদের স্বভাবের কিছুই ঠিক নাই; সামান্য কারণে হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠে, তখন মনিবেরও রক্ষা নাই।

গ্রিজ্‌লি ভালুক

ভালুক আছে অনেক রকম
তার মধ্যে এরা,
গুণ্ডামি আর শয়তানীতে
অন্য গুলির সেরা !

আমেরিকার উত্তরেতে
আদিম কালের বন ;
সেই বনেতে করে এরা
সুখে বিচরণ।

ফল-পাকুড়ে পেট ভরে না,
হিংসাতে ভরপূর ;
গায়ের জোরে জন্তু মেরে
ক্ষুধা করে দূর।

বাঘের গ্রাসে প'ড়ে বরং
পালিয়ে আসা যায় ;
এদের হাতে প'ড়্‌লে পরে
প্রাণ বাঁচান দায় !

গ্রিজ্‌লি ভালুক

আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ভালুক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় ঘন লোমে ঢাকা। চলিবার সময় ইহারা বিড়াল কুকুরের মত কেবল আঙুলের উপর ভর দিয়া চলে না, মানুষের মত পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া চলে। ভালুক-জাতির মধ্যে উত্তর আমেরিকার গ্রিজ্‌লি এবং মেরুপ্রদেশের শাদা ভালুক ভয়ানক দুর্দ্দান্ত। গ্রিজ্‌লির বিক্রমে সব জানোয়ার, এমন কি, মানুষ পর্য্যন্ত অস্থির। ইহারা বড় বড় বাইসন্ ও গরু, ঘোড়া, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া থাকে।

চম্‌রী

তিব্বতের গরু
বুনো ভেড়ার মত শিং,
নাক, চোক, ভুরু ;
সিংহের মত ঝাঁকড়া কেশর,
পিছন দিক্ সরু !

চম্‌রী ভারী বীর,
চেহারাটা মোটা-সোটা,
মস্ত বড় শির ;
শিং বাগিয়ে ছুট্‌লে সবাই
ভয়েতে অস্থির !

আয় চম্‌রী আয় !
লম্বা পশম নেড়ে চেড়ে
হাত বুলাবো গায় ;
আদর ক'রে রাখ্‌বো ঘরে,
খেল্‌বো দুজনায় !

চম্‌রী

চম্‌রী গো-জাতীয় জন্তু। আকারে ইহারা সাধারণ গরু অপেক্ষা কিছু ছোট। ইহাদের গড়ন-পেটন বেশ মোটা-সোটা। পা ছোট ও দৃঢ়, কপাল চওড়া, মুখ সরু, শিং প্রকাণ্ড। চম্‌রীর মাথা, ঘাড়, পিঠ ও লেজের গোড়ায় তেমন বড় বড় লোম জন্মে না, কিন্তু শরীরের দুই পাশ ও লেজের শেষ দিক্‌ হইতে গোছা গোছা লোম ঝুলিয়া পড়ে। ইহারা গরম একেবারেই সহ্য করিতে পারে না; তিব্বত প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের পনর কুড়ি হাজার ফিট্‌ উচ্চ পর্ব্বত-দেহে দলে দলে বিচরণ করে। ইহাদের লেজে চামর হয়। সেই জন্যই ইহাদিগকে চম্‌রী বলে।

বাইসন্

ঘাসে ভরা বেজায় ভীষণ
আমেরিকার বন ;
থাকে সেথা ষণ্ডামার্ক
দুরন্ত বাইসন্।

এদের সামন দিক্‌টা মোটা
ভরা লোমের জটা ;
অভ্যাস এই, নামিয়ে মাথা
লেজ্ উঁচায়ে ছোটা।

চক্ষু আগুনেরই গোলা,
শিং উঁচুতে তোলা,
মস্ত দুটা নাকের ছাঁদা
ভয়ঙ্কর ফোলা।

এরা বেড়ায় দলে দল,
গায়ে বেজায় বল ;
হঠাৎ যদি সাম্‌নে পড়,
অম্‌নি রসাতল !

বাইসন্

উত্তর আমেরিকায় ইহাদের বাস। এরূপ বিকটাকার জন্তু গো-জাতীয়ের মধ্যে আর একটিও নাই। মস্ত মাথা, বাঁকা শিং, জ্বলন্ত চোখ। মাথা, ঘাড় ও দেহের সম্মুখ-ভাগ গোছা গোছা ঝাঁকড়া লোমে ভরা; তার উপর আবার মাথা গোঁজ্ করিয়া শিং বাগাইয়া চলিবার রীতি। দেখিলেই ভয়ে বুক কাঁপিয়া উঠে। বাইসনের কাঁধে ষাঁড়ের ন্যায় ঝুঁটি এবং লেজে সিংহের ন্যায় চুলের গোছা থাকে। ইহারা ঘন জঙ্গল অপেক্ষা খোলা মাঠে থাকিতে বেশী ভালবাসে। আমেরিকার ঘাসে ভরা বড় বড় মাঠে ইহারা দলে দলে বিচরণ করে।

গণ্ডার

গড়ন-পেটন যেমন ইহার
নিতান্ত বেয়াড়া ;
মেজাজ্‌টাও রুক্ষ তেমন—
যেন সৃষ্টিছাড়া !

একটি কারু, কারু দুটি
খড়্গ শোভা পায় ;
বর্ম্ম হেন চর্ম্মরাশি
ঝুলে পড়ে গায় !

কভু জলে, স্থলে কভু
যেথায় খুসি বাস ;
খাদ্যের নাই বিচার কিছু—
কাঁটা, খোঁচা, ঘাস ।

মেজাজ্ যখন বিগ্‌ড়ে ওঠে,
হঠাৎ এলে রুখে ;
সিংহ-বাঘের হয় না সাহস
দাঁড়াতে সম্মুখে !
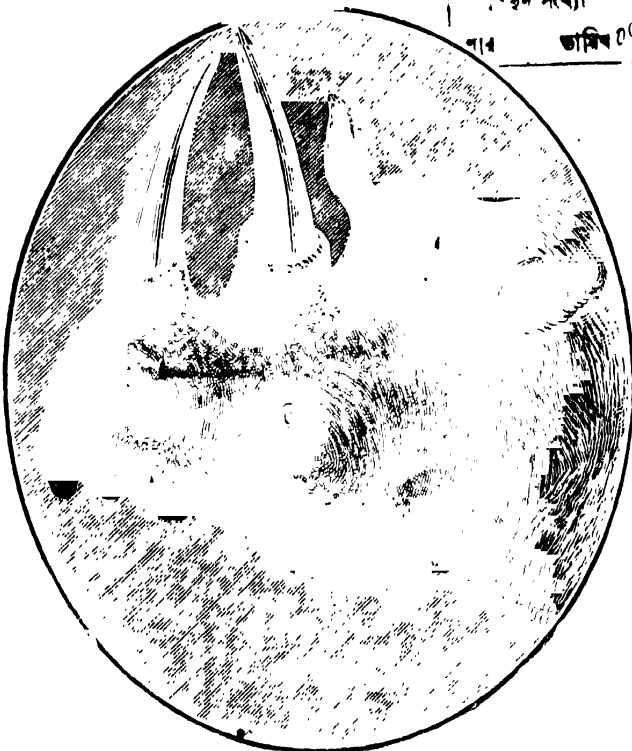
গণ্ডার

এসিয়া ও আফ্রিকা গণ্ডারের জন্মস্থান। এসিয়ার ভারতবর্ষ, বোর্ণিও, সুমাত্রা ও যবদ্বীপে তিন জাতীয় গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের এক-খড়্গা কাল গণ্ডারই প্রধান। ইহারা লম্বে প্রায় সাত হাত এবং উচ্চে তিন হাতের কম নহে। গণ্ডার জাতির মধ্যে আফ্রিকার শ্বেত গণ্ডারই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। লম্বে উহারা কখন কখন ১১।১২ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে! উহাদের মস্তক হইতে দুইটি করিয়া খড়্গ বাহির হয়। ডাল-পালা, কচি পাতা, তৃণ এবং নানা জাতীয় কাঁটা গাছ গণ্ডারের প্রধান খাদ্য।

হাতী

হস্তী মশাই, হস্তী মশাই,
কিসের এত রাগ ?
দেয়নি বুঝি হস্তিনী আজ
খাবার সমান ভাগ !

তাইতে কি গো এমন ক'রে
দাঁড়িয়ে আছ মানের ভরে ?
বুক ফেটে জল আস্‌ছে চোখে,
মান্‌ছে না ক বাগ !
হস্তী মশাই, হস্তী মশাই
কিসের এত রাগ ?

নাই বা গেলে তাহার কাছে,
সারাটা বন প'ড়ে আছে,—
সাবাড়্ করো গোড়া থেকে
গাছের অগ্রভাগ !
হস্তী মশাই, হস্তী মশাই,
কিসের এত রাগ ?

হাতী
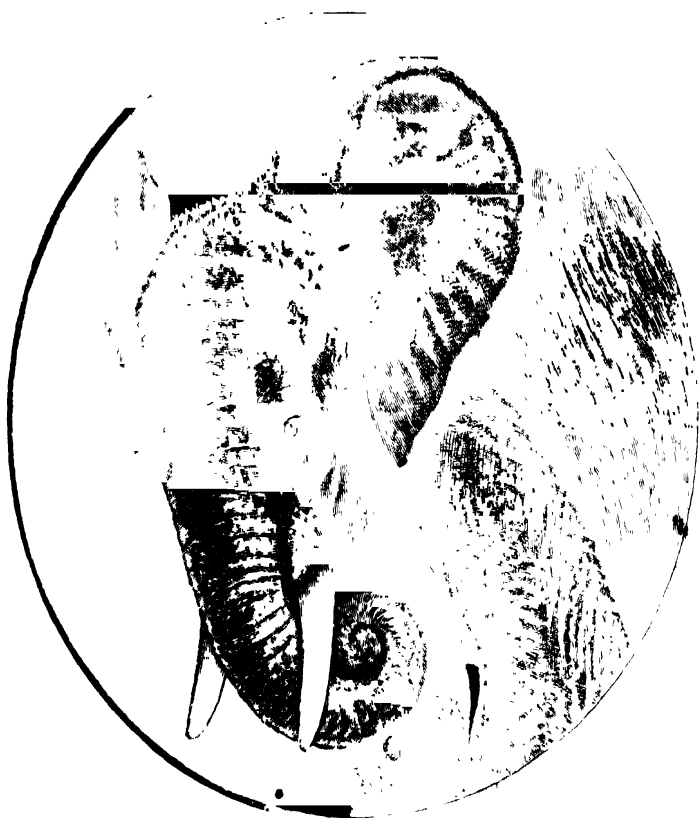
গণ্ডারের ন্যায় হাতীও এসিয়া ও আফ্রিকা দেশবাসী। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কোচিন-চায়না, মালয়-উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যে জাতীয় হাতী পাওয়া যায়, সাধারণতঃ তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় হাতী বলে। ইহারা আফ্রিকার হাতী হইতে স্বতন্ত্র। আফ্রিকার হাতী লম্বে কিছু বড়। হাতীর বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক আজ্‌গুবি গল্প প্রচলিত আছে ; তাহার অধিকাংশই মিথ্যা। হাতীর মস্তক প্রকাণ্ড হইলেও মস্তিষ্কের পরিমাণ অতি সামান্য। হাতী অপেক্ষা কুকুরের বুদ্ধি প্রখর। আফ্রিকার হাতী ভয়ানক দুরন্ত, কিছুতেই পোষ মানিতে চায় না।

তিমি

ঢেউয়ের সাথে সাথে মোরা
ঘুরে বেড়াই জলে।
রাজার রাজা মহারাজা
বিক্রমে ও বলে—
মোরা ঘুরে বেড়াই জলে।

মানুষগুলোর বুদ্ধি মোটা,
সিংহে বড় বলে;
'বন-গাঁয়েতে শেয়াল রাজা'
হ'লেন সিংহ ছলে!

আসুন দেখি কেমন রাজা,
উচিত মত দেব সাজা,
এক ঢুঁয়েতে বাছাধন
যাবেন রসাতলে!

রাজার রাজা মহারাজা
বিক্রমে ও বলে—
মোরা ঘুরে বেড়াই জলে।

তিমি

আমরা কথায় বলি তিমি মাছ। তিমি কিন্তু বাস্তবিক মাছ নহে - এক প্রকার জলচর জন্তু। জলের মধ্যে অক্লেশে চলা ফেরার সুবিধার জন্যই তিমির চেহারা কতকটা মাছের মত হইয়াছে; আর সব বিষয়ে অন্যান্য পশুদের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। প্রধানতঃ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশের সাগর-জলে তিমি বাস করে। ইহারা পাঁচ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গ্রীণল্যাণ্ড্ দেশীয় তিমি আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। উহারা লম্বে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হাতের কম নহে। তিমির ছানা জলের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে।

সাপ

ফোঁস্‌-ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ বাগিয়ে ফণা

দুল্‌ছে রোষের ভরে ;

লাফিয়ে উঠে কামড় দিতে

জিব্‌ লক্‌ লক্‌ করে

দুই কসে দুই বাঁকা দাঁত—

ক্ষুরের মত ধার ;

সর্ব্বনেশে বিষের থলি,

গোড়ায় থাকে তার।

কাওকে যদি বাগে পেয়ে

ছোবল্‌ মারে এসে,

দাঁতের ছাঁদা দিয়ে বিষ

রক্তে গিয়ে মেশে !

এক দণ্ডে দেহের বাঁধন

এলিয়ে পড়ে তার ;

ঝাড়ন-ফুঁকন সকল মিছে,—

অমনি যমের দ্বার !

সাপ

আমাদের দেশের 'গোখুরা' ও 'কেউটে' এবং আমেরিকার 'র‍্যাটেল্ স্নেকের' মত এমন ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প পৃথিবীতে আর নাই বলিলেই হয়। এই সকল সাপের উপর চোয়ালের দুই পাশে বড় বড় দুইটি বাঁকা দাঁত আছে। সেই দাঁতের গোড়ায় বিষের থলি থাকে। সাপ উত্তেজিত হইয়া দংশন করিলে অল্প বিষ দাঁতের ছাঁদা দিয়া ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে। সেই বিষ রক্তের সহিত মিশিলেই সর্ব্বনাশ। মানুষ এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার বেশী বাঁচে না ; ইঁদুর, পায়রা প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণী কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মারা পড়ে।

কুমীর

বাহবা মজা ! সাবাস্ বীর !
বাঘ বড় কি বড় কুমীর,
আজ্‌কে দেখা যাবে ;
তিন চুপুনি খেলে বাঘা
অমনি অক্কা পাবে !

গাছের মত অঙ্গ ধরো,
কে বড় তা প্রমাণ করো,
লাগাও ক'সে টান ;
ব্যাঘ্র মশাই জলের তলে
হাবুডুবু খান্ !

প্রকাশক :—শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট। প্রিণ্টার :—পি, দাস, ২৮।৪ বিডন রো, কলিকাতা।